বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রসারে ব্যান্সডকের তথ্য সেবা প্রদান বিষয়ক সেমিনার-এর প্রতিবেদন

আয়োজনে: ব্যান্সডক

স্থান: ব্যান্সডক অডিটোরিয়াম

তারিখ: ২৮/১২/২০১৬ খ্রি:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রসারে ব্যান্সডকের তথ্য সেবা প্রদান বিষয়ে ২৮ডিসেম্বর/২০১৬ তারিখে ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টশন সেন্টার (ব্যান্সডক)-এর অডিটোরিয়ামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রসারে "ব্যান্সডকের তথ্য সেবা" বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা: আ ফ ম রুহুল হক, সভাপতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ সিরাজুল হক খান, সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বেগম জেসমীন আক্তার, মহাপরিচালক, ব্যান্সডক, ঢাকা।

সেমিনার সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ড. নাসিরউদ্দিন মুন্সী, অধ্যাপক, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মোঃ তারিকুল হাসান, রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়াউর রহমান খান, ত.ই কৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা এবং অধ্যাপক ডা: অসিতবরণ অধিকারী, চেয়ারম্যান, কার্ডি য়াক সার্জারি বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

মহাপরিচালক তার স্বাগত বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে ব্যান্সডক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তথ্য সেবা দানকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্ব স্তরেরবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, শিল্পোদ্যোক্তা, পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত হালনাগাদ তথ্য সেবা প্রদান ব্যান্সডকের অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া ব্যান্সডক দেশের সার্বিকউন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পরিচালিত গবেষণা কাযক্রমকে ফলপ্রসু করার জন্য এক্ষেত্রের সকল গবেষণা ও উন্নয়ন কাযক্রম, কর্ম পরিকল্পনা ও কর্ম সূচি সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করে। রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক ও পেশাজীবিদের গবেষণাকে সমৃদ্ধ করার জন্য ব্যান্সডক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে থাকে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে তথ্য সেবাকে আধুনিকায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি ওয়েবপেইজ ভিত্তিক সেবা কাযক্রম শুরু করেছে। সুতরাং জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রসারে ব্যান্সডকের অবদান অপরিসীম। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ব্যান্সডকের পরিচিতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ব্যান্সডকের কাযক্রম, ব্যান্সডকের প্রধান সার্ভিসসমূহ, ভিশন, পরিচালনা বোর্ড, ডকুমেন্টেশন সার্ভিস, রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস, ডিজিটাল লাইব্রেরি সার্ভিস, লাইব্রেরি সার্ভিস, লাইব্রেরির বই ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

এরপর সেমিনার-এর মূল প্রবন্ধ "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে ব্যান্সডকের তথ্য সেবা"-এর প্রবন্ধকার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রথমে তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। এগুলো ছিলো নিম্নরুপ:

১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,

২. সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-

(ক) সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(খ) সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ডকুমেন্টেশন,

৩. বিজ্ঞান ও সমাজ-সহঅবস্থানের পক্ষে বক্তব্য,

৪. গত দশকের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও ইনোভেশন,

৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণায় ইলেকট্রনিক-রিসোর্স,

৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা উন্নয়নে ব্যান্সডকের ভূমিকা, এবং

৭. সুপারিশসমূহ।

সুপারিশমালায় প্রবন্ধকার যেসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন তাহা নিম্নরুপ:

১। ই-রিসোর্স এবং অনলাইন লাইব্রেরি সেবা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বর্তমানে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

২। "ন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি লিটারেচার"-এর উন্নয়নে ব্যান্সডক অবদান রাখবে।

৩। ব্যান্সডক বাংলাদেশের জন্য একটি রিপোজেটরি/ডাটাবেইজ গড়ে তুলবে। এই ডাটাবেইজে থাকবে সকল প্রকাশনা, প্রকাশনার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত ম্যানুসক্রিপ্ট, রিপোর্ট বা প্রতিবেদন, পলিসিব্রিফস্, গবেষণাপত্র বা রিচার্স পেপার, সায়েন্টিফিক পেপার, এবং সকল সরকারি দলিল। এগুলোকে ব্যান্সডকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং ব্যান্সডক থেকে এগুলো বিতরণ করতে হবে।

৪। ব্যান্সডক পল্লী অঞ্চলের বৈজ্ঞানিকদের যেমন ''সোলার ইউসুফ-দের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তাদেরকে ব্যান্সডক-এর পক্ষ থেকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাবে।

৫। সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য অবাধ ও নির্বি ঘ্নপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে, সকল তথ্যে উম্মুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৬। বাংলাদেশের যে সকল গবেষক ও ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যায় তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যান্সডক তথ্য সংগ্রহ করবে।

৭। বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নিম্মোক্ত ব্যক্তিবর্গ কে ক্রেষ্ট প্রদানের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাবে।

(ক) বিদেশী যে সকল অধ্যাপক/সুপারভাইজার বাংলাদেশী ছাত্র এবং গবেষকদের পিএইচডি গবেষণা তত্বাবধান করবেন;

(খ) বাংলাদেশী ছাত্র/গবেষক বা তাদের দলনেতা যারা তাদের উদ্ভাবনী গবেষণায় বাংলাদেশকে আলোকপাত করবে

৮। যেকোনো শিশু তার চারপাশের জগত সম্পর্কে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষ উদ্ভাবনি, ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হতে পারে। ব্যান্সডক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিতের শব্দ এবং কনসেপ্ট সহজীকরণ করে তাদেরকে উৎসাহিত করতে পারে।

৯। ব্যান্সডক ভ্রাম্যমান ই-রিসোর্স সেন্টার ব্যবহার দ্বারা প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ই-রিসোর্স বা তথ্য বিতরণ করতে পারে। ইহা বর্তমান সরকারের ভিশন/২০২১ পূরুণে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

প্রবন্ধের উপর আলোচকগণ প্রবন্ধটিকে খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী মর্মে আখ্যায়িত করেন এবং ইহার গভীরতার ভূয়সী প্রসংশা করেন। তারা প্রবন্ধের সুপারিশের উপর বিশেষ আলোকপাত করেন। তাঁরা সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে ব্যান্সডক ও মন্ত্রণালয়ের আশু পদক্ষেপ কামনা করেন। আলোচকবৃন্দ এবং উম্মুক্ত আলোচনাকালে অনেক অংশগ্রহণকারি বিভিন্ন পযবেক্ষন, পরামর্শ রাখেন এবং তারা প্রবন্ধের ৭ নং ক্রমিকের

প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কাযকর পদক্ষেপ আশা করেন।

বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে ব্যান্সডক কর্তৃক বিজ্ঞান বিষয়ের সেমিনার আয়োজন করায় ব্যান্সডক-কে ধন্যবাদ জানান এবং এ সেমিনারে তাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রন জানানোতে ব্যান্সডক-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন যে ব্যান্সডকের সেবাকে শুধু গবেষকদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে, এর প্রসার ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে গ্রাম পযায়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন হয় তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। বাংলাদেশে গবেষণারত বিদেশী গবেষকদের তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ ব্যান্সডকে তৈরী করতে হবে। তরুন বিজ্ঞানীদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় আগ্রহী করে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রাতিটি স্কুল কলেজে মানসম্মত বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনে ব্যান্সডকের সেবা প্রসারিত করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক গবেষনার উম্মেষ ঘটানো হয়েছে এর অনুসরণে সমাজের/দেশের সকল ক্ষে‡Îর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। তিনি মূল প্রবন্ধের ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং তা উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক ড. তারিকুল হাসান (রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) কে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস উসমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকের প্রসংশা করে প্রবন্ধের কয়েকটি বিশেষ অংশের ব্যাখ্যা দেন। তিনি ব্যান্সডক-কে আরো সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়ে সকল বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে সংরক্ষনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানীদের সাথে কৃষক ও সাধারন মানুষের যোগসুত্র স্থাপন করে বিজ্ঞানীদের ভাবনা সমূহ গবেষণাগার হতে গ্রাম পযায়ে পৌছে দিতে ব্যান্সডক-কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে|

মাননীয় মন্ত্রী তার প্রধান অতিথির বক্তব্যে জ্ঞানের চর্চ াসবসময় চলমান রাখার জন্য সকলকে আহবান জানান। তিনি ব্যান্সডকে একটি উন্নতমানের অডিটরিয়াম নির্ম াণের নির্দে শনা প্রদান করে তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি (IT) প্রয়োগ করে সকলের জন্য গবেষণা মূলক তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যান্সডক কাযক্রমকে সম্প্রসারনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ব্যান্সডক-কে আরো সভা ও সেমিনার আয়োজনেরমাধ্যমে Knowledge Sharing পূর্ব কKnowledge Based Society গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন।

সভাপতি'র বক্তব্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব সিরাজুল হক খান- প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রবন্ধকার, আলোচক, সঞ্চালক, ব্যান্সডকের মহাপরিচালক, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থা থেকে আগত উপস্থিত সংস্থা প্রধান, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ সকল অতিথি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এরকম একটি সেমিনার আয়োজন এবং অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি ও উৎসাহ অনুধাবন করে সেমিনারটি সফল করার জন্য আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি তার বক্তব্যে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্য সহজবোধ্য করে সাধারণ মানুষের নিকট উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্যান্সকের সেবাসমূহ অধিকতর সহজ লভ্য ও যুগোপযোগি করার আহবান জানান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রসারে ব্যান্সডকের তথ্য সেবা
-সেমিনার
প্রধান অতিথি
বিশেষ অতিথি
সভাপতি
স্বাগত বক্তব্য
আ ফ ম রুহুল হক
জনাব মো: সিরাজুল হক খান
জেসমীন আক্তার
তারিখ ঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি.
স্থান ঃ ব্যান্সডক অডিটোরিয়াম
BANSDOC

ফটো গ্যালারি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রসারে ব্যান্সডকের তথ্য সেবা
-সেমিনার
প্রধান অতিথি
বিশেষ অতিথি
সভাপতি
স্বাগত বক্তব্য
ডা: আ ফ ম রুহুল হক
জনাব মো: সিরাজুল হক খান
জেসমীন আক্তার

ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রসারে ব্যান্সডকের তথ্য সেবা
-সেমিনার
ডা: আ ফ ম রুহুল হক
জনাব মো: সিরাজুল হক খান
জেসমীন আক্তার